শ্রীসুনির্ম্মল বসু

প্রকাশক—এস, সি, ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

—প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্,
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪/৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
অমর লাইব্রেরী
৫৪/৬, কলেজ ষ্ট্রীট,
সাহিত্য নিকেতন
৫৪/৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী
শ্রীরঙ্গলাল দে
৪৪, ডক্টর লেন, কলিকাতা

প্রিন্টার—শ্রীননীগোপাল সিংহ রায়
তারা প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

উপহার

.....

.....

.....

আশীর্ব্বাদ

শ্রীরঙ্গলাল দাদার মেয়ে,
ভাইঝি তারাসুন্দরী,—
আমার এ বই তোমার হাতে
দিলাম তুলে প্রীতির সাথে,
জানি হাসির মৌমাছিরা
উঠ্‌বে মনে গুঞ্জরি'।
'কেবল-হাসির-দেশে' যদি
থাক্‌তে পারো নিরবধি,—
জীবন তোমার সরস হবে
এই হাসিরই গুণ ধরি'।

কলিকাতা
১৫ই আগষ্ট,
১৯৪৭

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

এতে আছে—

১। কেবল-হাসির দেশে
২। রামায়ণে নেই
৩। তালপাত্ সিং
৪। রাজা মন্ত্রীর গল্প
৫। কী ভুল!
৬। সোঁদর বনের গানের আসর
৭। কোথায় গেল মাছ?
৮। ভালোই আছেন তালই মশাই
৯। সুলভে বাড়ী বিক্রয়
১০। চোর ধরবে?
১১। মিল আর কিল
১২। রঘু বড় গোবেচারা
১৩। মামায়ণ
১৪। গর্দ্দভ রাগিনী
১৫। সিংগি মামা ও শিঙ্গি মাছ
১৬। মুখে আর মনে
১৭। অনীতার ইতিহাস
১৮। হাতী সিং পালোয়ান
১৯। অসাধ্য কাজ
২০। খাওয়ার জের
২১। দুই চঞ্চুর গল্প
২২। চিড়িয়াখানায় যাবে?
২৩। আমার রেল-ভ্রমণ
২৪। পটলবাবুর কন্যাদায়
২৫। জমিদারের বাঘ শিকার
২৬। আচ্ছা মজার খেলা
২৭। প্যালাফ্যালার গল্প
২৮। বাঘ-মারা মামা
২৯। ধর্ম্মতলায় অধর্ম্ম
৩০। সব পেয়েছির দেশে
৩১। গুপীর মামার টুপী
৩২। সান্ত্বনা যে শান্ত না

কেবল-হাসির দেশে

কেবল-হাসির দেশে—
আমার···মন্ চলে যায় ভেসে,
যেথায় সদাই রাশি রাশি—
পড়ছে ঝরে কেবল হাসি,
যেথায় কেবল বাজায় বাঁশি
হাসির হাওয়া এসে,
কেবল-হাসির দেশে।

ফুলের বনে হাসির ঝলক্
যেথায় দিবারাতি,
নেচে হেসে মৌমাছিদের
যেথায় মাতামাতি,
যেথায় ধানের ভরা ক্ষেতে,
সোনার ফসল হাসছে মেতে,
অথৈ হাসির হিল্লোলেতে
সবাই মরে হেসে,
কেবল-হাসির দেশে।

নদীর জলে ঢেউ ওঠে জোর
হাসির জোয়ার এলে,
গাছের ডালে নাচে ময়ূর
হাসির পেখম মেলে।
ঘন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
হাসির বাদল ঝরতে থাকে,
মন মেতে যায় পাখীর ডাকে
হাসির সুরের রেশে—
কেবল-হাসির দেশে।

পশু পাখী সবাই হাসে,
হাসে মানুষ যত,
সকল প্রাণী দুঃখ ভুলে
হাসছে অবিরত।
শোক-হারা সেই আজব পুরে
এবার আমি আসব ঘুরে,
হাসতে আবার নতুন সুরে
হাজির হব শেষে,
কেবল হাসির দেশে।

কেবল-হাসির দেশে—
আমার···মন চলে যায় ভেসে।

রামায়ণে নেই

শ্রাবণ সাঁঝে রাবণরাজা দশমুণ্ড নেড়ে
তানপুরাটি বাগিয়ে ধরে' গান জুড়েছেন তেড়ে ;
মনে তাঁহার ভাব জেগেছে, মান্‌ছে না আর বাধা,
বারে-বারে গান গেয়ে যান্—"রে রে মামা গাধা—"
শঙ্কা জাগে তান্ শুনে তাঁর, লঙ্কাপুরী কাঁপে,
তাল-কাণা সব রাক্ষসেরা পালায় লাফে-ঝাঁপে।
ধূম্রবর্ণ কুম্ভকর্ণ অঘোর ছিল ঘুমে,
চম্‌কে উঠে উল্‌টে পড়ে খাটের থেকে ভূমে।

ভীষণ গানে বিভীষণের লাগ্‌লো কাণে তালা,
ঘাব্‌ড়ে গিয়ে ডিগবাজি খায় রাবণরাজার শালা।
সূর্পনখা নাকি-সুরে বল্লে "থামো দাদা,—"
রাবণ রাজা গেয়েই চলেন "রে রে মামা গাধা—"
রাবণ রাজার মামা ছিল বজ্রদংষ্ট্র নামে,
"মামা গাধা" শুনতে পেয়ে দেউড়ী ধারে থামে।
রেগে-মেগে বল্লে গিয়ে পাকিয়ে গোঁফ্‌ জোড়া—
"আমায় বলিস্‌ গাধা বুঝি, ওরে ফাজিল ছোঁড়া।"
তানপুরাটি ছিনিয়ে নিয়ে মামা সে খিট্‌খিটে,—
ধাঁই-ধপাধপ্‌ মারতে থাকে রাবণ রাজার পিঠে।
আচমকাতে এমনি ধারা পেয়ে মামার সাজা
হক্‌চকিয়ে থেমে গেলেন গায়ক রাবণ রাজা।
সুর ছেড়ে তাই অসুর হলেন জব্দ হয়ে মনে,
এ সব কথা কেউ জানে না, নাইক রামায়ণে।

তালপাত্ সিং

আলবাৎ বীর বটে
তাল-পাত্ সিং,
লিক্‌পিকে চেহারাটা
রোগা টিং টিং ;
তেড়ে গিয়ে মাঠ্‌টায়
ঘুঁসি আর গাঁট্টায়—
চেপ্‌টিয়ে ফেলে এক
গঙ্গা-ফড়িং
আলবাৎ বীর বটে
তাল-পাত্ সিং।

ইঁদুরের ধরে' কান
মারে তাতে জোরে টান,
ব্যাঙাচির ঠ্যাং ধরে'
করে 'লিংচিং'—
আলবাৎ বীর বটে
তাল-পাত্ সিং।

তোমরা যা বলো আর,
নিয়ে ঢাল-তলোয়ার—
বীর-বিক্রমে নাচে
তিড়িং-মিড়িং,
আলবাৎ বীর বটে
তাল-পাত্ সিং।

তারপরে সন্ধ্যায়
ঢুলে পড়ে তন্দ্রায়,
লুটিয়ে পড়ে' সে খেয়ে
চুটিয়ে আফিং,
আলবাৎ বীর বটে
তাল-পাত্ সিং।

রাজা-মন্ত্রীর গল্প

এক যে ছিলেন রাজামশাই তাঁর ছিল না রাজ্য,
রাত্রি দিনে ঘুমটি ছাড়া আর ছিলনা কিছু কার্য্য
রাজার যিনি মন্ত্রী ছিলেন
বেজায় তিনি বৃদ্ধ,
ছেঁড়া-কাপড় সেলাই করে,
সোডায করেন সিদ্ধ।

মন্ত্রী-রাজা সুখেই আছেন দুঃখ নাহি বিন্দু,
ভাঙা সেতার নিয়ে রাজা বাজান্ 'কাফি-সিন্ধু'।
মন্ত্রী বুড়ো মুচ্‌কি হাসেন,
নাইকো কোন চিন্তা—
তব্‌লা বাজায় রাজার সাথে
'তা-ধিন্-ধিন্-ধিনতা—'

মস্ত বড় গানের রসিক, বেসুর কেবল কণ্ঠ,
টগ্‌বগিয়ে ফোটে গলায় রাগ্‌-রাগিনীর ঘণ্ট।

রাজা এবং মন্ত্রী দুজন
চলেন শিকার করতে,
ঘোড়া ছিল খোঁড়া, কাজেই
পারতেন না চড়তে।

হেঁটে হেঁটেই চলেন তারা গানটি ধরে ঠুংরি,
পথের মাঝে ইঁদুর দেখে পড়েন খেয়ে হুমড়ি।

———

কী ভুল!

কী ভুল, কী ভুল!—
সব কাজে জগা করে ভুল বিল্‌কুল্‌।
বাজারেতে যেতে জগা যায় ফাঁড়িতে,
ধোপা-বাড়ী যেতে যায় মুচি-বাড়ীতে,
বই ফেলে মই কাঁধে যায় ইস্‌কুল্‌,
কী ভুল, কী ভুল!

ঘরেতে কুকুর বেঁধে শোয় চাতালে,
কপাটি খেলিতে যায় হাসপাতালে,
কামাতে দাদুর দাড়ি ছেঁটে ফেলে চুল,
কী ভুল, কী ভুল!

মস্ত বড় গানের রসিক, বেসুর কেবল কণ্ঠ,
টগ্‌বগিয়ে ফোটে গলায় রাগ্‌-রাগিনীর ঘণ্ট।

রাজা এবং মন্ত্রী দুজন
চলেন শিকার করতে,
ঘোড়া ছিল খোঁড়া, কাজেই
পারতেন না চড়তে।

হেঁটে হেঁটেই চলেন তারা গানটি ধরে ঠুংরি,
পথের মাঝে ইঁদুর দেখে পড়েন খেয়ে হুমড়ি।

———

কী ভুল!

কী ভুল, কী ভুল!—
সব কাজে জগা করে ভুল বিল্‌কুল্‌।
বাজারেতে যেতে জগা যায় ফাঁড়িতে,
ধোপা-বাড়ী যেতে যায় মুচি-বাড়ীতে,
বই ফেলে মই কাঁধে যায় ইস্‌কুল্‌,
কী ভুল, কী ভুল!

ঘরেতে কুকুর বেঁধে শোয় চাতালে,
কপাটি খেলিতে যায় হাসপাতালে,
কামাতে দাদুর দাড়ি ছেঁটে ফেলে চুল,
কী ভুল, কী ভুল!

টিয়া ছেড়ে দাঁড়কাক পোষে খাঁচাতে,
ছিপ্ ফেলে মাছ ধরে পুঁই-মাচাতে,
তাল গাছে উঠে বসে পার হতে পুল,
কী ভুল, কী ভুল !

পথ ছেড়ে ভুলে জগা হাঁটে নালাতে,
আসনেতে ভাত খায় বসে থালাতে।
ফুলদানে ভরে' রাখে কুমড়োর ফুল,
কী ভুল, কী ভুল !

ডিম দিয়ে বল খেলে ব্যাট্ ঠুকে সে,
নুন দিয়ে সরবৎ খায় সুখে সে ;
পাউডার ভেবে মাখে কালী আর ঝুল্,
কী ভুল, কী ভুল !

কী ভুল, কী ভুল !—
সব কাজে জগা করে ভুল বিল্‌কুল্ ।

সোঁদর-বনে গানের আসর

সোঁদর-বনের গানের আসর
বস্‌লো সেদিন জঙ্গলে,
যোগ দিল তায় বনের যত
গায়ক-পশুর দঙ্গলে।
শেয়াল এসে ধরলো খেয়াল,
'হুক্কা হুয়া' ডাক্ ছাড়ি,
নেউলগুলো ধরলো বাউল
লেজ তুলি আর নাক্ নাড়ি'
বাঘের 'স্ত্রী' সে 'বাগেশ্রী'তে
জোর দেখালো ওস্তাদি,
'হাম্বা' রবে হাম্বির গায়
বনের গরু, মোষ আদি।
ভাল্লুকেরা তাল্ ঠুকে জোর
কায়দা দেখায় মাল্‌কোষে,
বাঁদরগুলো আধ্‌রাতে সব
দাদ্‌রাতে দেয় তাল কসে'।

কালো হাতী কালোয়াতি
শোনায় সেথা শুঁড় নেড়ে,
জাম্বুমানে খাম্বাজ গায়
আড়ম্বরে সুর ছেড়ে।
গণ্ডারেরা সিং নাড়াতে
কানাড়া গায় দরবারী,
আশেপাশের বাসিন্দারা
ছেড়ে পালায় ঘর-বাড়ী।

কোথায় গেল মাছ?

জল-জ্যান্ত মাছগুলো সব কোথায় গেল উড়ে ?
কালকে রাতে হাঁড়ির ভিতর রেখেছিলাম পুরে ;
হাঁড়ি শুদ্ধ উধাও হোলো, আজব ব্যাপার নাকি ?"
এই না বলে হাবুর মাসি করেন হাঁকাহাঁকি।
"মাছগুলো সব কোথায় গেল, মাগুর ছিল তাজা,
কাল্‌কে রাতে হয়েছিল অল্প কিছু ভাজা ;
বেশীর ভাগই হাঁড়ির ভিতর রেখেছিলাম ভরে',—
সকালবেলা সকলগুলো উড়লো কেমন করে ?
মাছগুলো কি পাখীর মত উড়লো মেলে পাখা ?
বৃথাই হোলো সাবধানেতে হাঁড়ির ভিতর রাখা।"
হাবুর মাসির প্রশ্ন শুনে অবাক্ হোলো সবে,
মাছগুলো সব এমন উধাও কেমন করে হবে ?

গভীর রাতে চোর এলো কি ? কিম্বা শিয়াল এসে–
মাছগুলোকে করলো সাবাড় সুযোগ বুঝে শেষে ?
তাইবা হবে কেমন করে, ছিল দালান ঘরে—
চোর বা শিয়াল এমন জা'গায় ঢুক্‌বে কেমন করে ?
বাড়ীর সবাই মাছের হাঁড়ি করছে খোঁজাখুঁজি,
এমন সময় ছোট্ট হাবু বল্লে সোজাসুজি—
"তোমরা মাসি নিঠুর বড়, নাই ক' দয়া চিতে—
লেপের ভিতর থেকেই মোরা মরছি কেঁপে শীতে ;
মাছগুলো সব ঠাণ্ডা জলে কষ্ট যে পায় ভারি,
তাদের এমন দুঃখ দেখে থাক্‌তে আমি পারি ?"
বলেন মাসি—"মাগুর গুলোর খবর জানিস্ নাকি ?
ভেল্‌কী হয়ে উড়ে গেল মাছের হাঁড়িটাকি ?"
বল্লে হাবু—"মাছ-শুদ্ধ ঠাণ্ডা জলের হাঁড়ি,
চুল্লি জ্বেলে বসিয়ে আমি দিলাম তাড়াতাড়ি।
গরম জলে থাক্‌লে পরে থাক্‌বে আরামেতে,—
শীতের দিনে কষ্ট কিছু হবে না আর পেতে।"
রান্না ঘরে গেলেন মাসি ব্যস্ত হয়ে ভারি—
দেখ্‌তে পেলেন টগ্‌বগিয়ে ফুট্‌ছে মাছের হাঁড়ি।

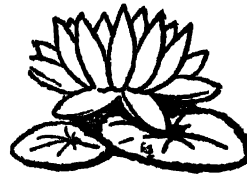

ভালোই আছেন তালই-মশাই

ভালোই আছেন তালই-মশাই
বেয়াই বাড়ী গিয়ে,—
একটুখানি কাতর শুধু
বাতের ব্যথা নিয়ে ;

আর কিছু নয়, সামান্য রোগ,
অল্পে যেত সেরে,
বহুদিনের হাঁপানি তাঁর
উঠেছে ফের বেড়ে।

সেটাও তো তাঁর প্রাচীন ব্যাধি,
নেহাৎ মজ্জাগত,
তাতেই কি আর তালই-মশাই
হতেন শয্যাগত ?

পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে
অঙ্গ গেছে পড়ে',—
তার উপরে পালা করে'
ভোগেন কালান্তরে।

দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে,
কম দেখ্‌ছেন চোখে,
স্বরভঙ্গ হয়েছে তাঁর
প্রলাপ বকে' বকে'।

আজ্‌কে আবার দেখে এলাম
শ্বাস উঠেছে তাঁরি,—
ভালোই আছেন তালই-মশাই
এসে বেয়াই বাড়ী।

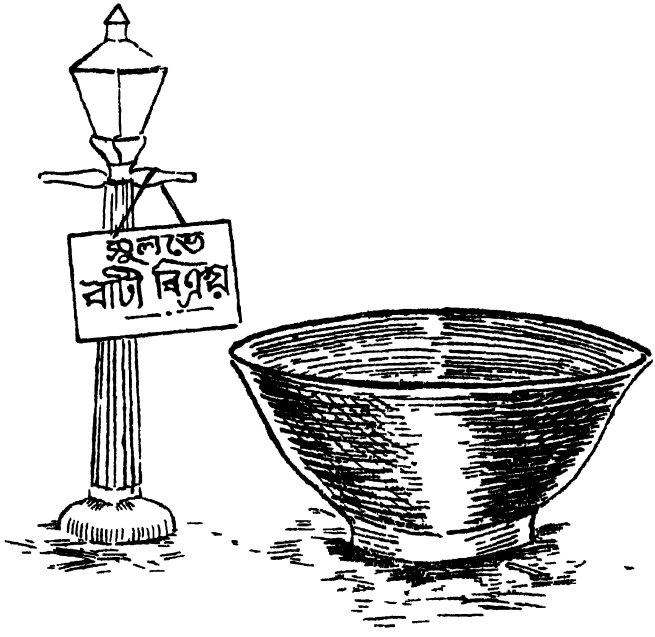

জমিদার বাবু ডেকে বলেন গোমস্তায়—
"কাগজেতে এই ছাখো, বাটী আছে শস্তায় ;
খাওয়া-দাওয়া সেরে তুমি চলে যাও দমদম্,
নিতে পারি অনায়াসে দর হলে কমসম্ ;
দর যদি বেশী চায়, বলে দিনু বারবার,—
সোজা তুমি চলে যাবে ডায়মণ্ড্ হারবার ;
সেখানেও বাটী আছে সুলভেতে বিক্রয়,
মনোমত হয় যদি করি আমি ঠিক্ ক্রয়।
বায়নার টাকা নিয়ে সাথে যাক্ সরকার ;
সুলভেতে বাটী মোর একান্ত দরকার।"

বাবু কন এই কথা, আড়ি পেতে পার্শ্বেই
শুনে ফেলে গদাধর কথাগুলো তাঁর সেই;
গদাধর ভৃত্য সে, উৎকলে ঘর তার,
সাদা-সিধা সোজা লোক, প্রিয় বড় কর্ত্তার।
মনিবের আলোচনা তার কানে পশ্‌তেই,
ঘরে ঢোকে গদাধর অতিশয় ত্রস্তেই।
বলে "বাবু, অনুমতি দেন যদি সদ্যই—
সুলভেতে বাটি আমি দিতে পারি অদ্যই;
বৃথা যাবে দমদমা, ডায়মন্ হারবার—
মোর শালা ভজু করে বাসনের কারবার।
শুধু শুধু বাটি কেন, ঘটি, থালা শস্তায়—
দিতে পারি যত চান্ বস্তায় বস্তায়।"
হাসে গদা, দাঁত শোভে পান আর দোক্তায়;
কথা শুনে জমিদার ছানাবড়া চোখ্ তায়।

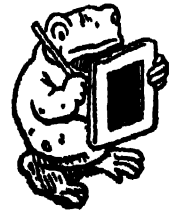

চোর ধরবে ?

চাত্‌রা গ্রামে চোর এসেছে, ঘুরে বেড়ায় অন্ধকারে ;
গহন রাতে ভয় দেখাতে শিকল নাড়ে বন্ধদ্বারে।
পাড়ায় পাড়ায় সুযোগ বুঝে কেবল ঘোরে হাত্‌ড়িয়ে সে,
কার কি জিনিষ করবে পাচার, ফিকির খোঁজে রাত্রি শেষে।
এই তো সেদিন সিঁধ কেটেছে গাঙ্গুলীদের রান্না ঘরে ;
সব নিয়েছে লুটে-পুটে, দেখ্‌লে পরে কান্না ঝরে।
গাঙ্গুলীদের গিন্নি বলেন, "যায় না এমন কষ্টে থাকা ;
ধরবে যে চোর আজ্‌কে রাতে, তারেই দেব দশটি টাকা।"
পাড়ার ছেবো, ক্যাব্‌লা দুজন ঠিক্ করেছে অদ্য শেষে ;
যে ক'রে হোক্ চোর বেটারে ধরতে হবে ছদ্মবেশে।

গভীর রাতে নিঝুম পাড়া, চল্‌ছে হাওয়া শিরশিরিয়ে ;
তাল-খেজুড়ের শুক্‌নো পাতা কাঁপ্‌ছে শুধু ঝিরঝিরিয়ে।
ভুতুম-প্যাঁচা চ্যাঁচায় দূরে, শিয়াল হাঁকে বিদ্‌ঘুটে রে ;
ঘেউ ঘেউ ঘেউ ডাক্‌ছে কুকুর, যাচ্ছে তাদের নিদ্‌টুটে রে।
ক্যাব্‌লা দেখে ঝোপের ধারে, ঐ কে বসে' ঘাপ্‌টি মেরে,
চোর ব্যাটা কি ? আস্তে গিযে ধরবে তারে জাপ্‌টিয়ে রে।
ছদ্মবেশে ক্যাব্‌লা চলে আল্‌তো পায়ে ফন্দি ক'রে,
পিছন হতে ধরবে চেপে, আন্‌বে তারে বন্দী করে'।
এমন সময় হঠাৎ এ কি ! চোর ব্যাটাকি হার মানে রে ?
একটি লাফে এগিয়ে এলো বাঘের মত তার পানে রে।
সাম্‌নে পেয়ে ক্যাব্‌লা তারে আচ্ছা করে' পাক্‌ড়ে ধরে,
বেজায় ঠ্যাঁটা চোর ব্যাটা যে ক্যাব্‌লাকেও আঁকড়ে ধরে।
জড়িয়ে ধরে পরস্পরে, গড়িযে পড়ে নর্দ্দমাতে,
"চোর-চোর-চোর"— চেঁচিযে ওঠে হল্লা করে' অর্দ্ধ রাতে !
পাড়ার লোকে দৌড়ে এলো, দেখ্‌লো এসে হরষ ভরে,
ক্যাব্‌লা হেবো নালার কাদায় জাপ্‌টে আছে পরস্পরে।

মিল আর কিল

ভাব্‌ছে স্যাদা কাব্য কিছু লিখবে এবার
মিল্ দিয়ে,
'ভর্-দুপুরে নৌকা বেয়ে যাচ্ছে যেন
বিল্ দিয়ে ;
পাল খুলে দেয় মাঝির দলে পালের রসি
ঢিল্ দিয়ে ;
গুণ্‌টি টানাই পাকা মাঝি সাঁওতাল্ আর
ভীল্ দিয়ে ;
মা দিয়েছেন খাবার করে' গুড়-নারিকেল
তিল্ দিয়ে ;
সে সব খাবার করছি সাবাড় আজ্‌কে সারা
দিল্ দিয়ে ;
ভাব্‌ছি বসে আকাশখানা কে ছাপালো
নীল্ দিয়ে !
বাতাস চিরে' চিল্লিয়ে আজ যায় বুঝি ডাক্
চিল্ দিয়ে !
পান-কৌড়ি সাঁতার কাটে ঝিল্‌মিলে ঐ
ঝিল্ দিয়ে ;

হঠাৎ তেড়ে তুফান এলো সারা আকাশ
জিল্ দিয়ে ;
আস্‌লো শিলাবৃষ্টি তোড়ে, ঢাক্‌লো ধরা
শিল্ দিয়ে !'
ভাব্‌ছে স্যাদা লিখবে এ সব ঘরের মাঝে
খিল্ দিয়ে,
এমন সময় জ্যাঠা এসে পিঠের উপর
কিল্ দিয়ে,
গিলিয়ে দিলেন তেতো পাঁচন কবিরাজী
পিল্ দিয়ে।

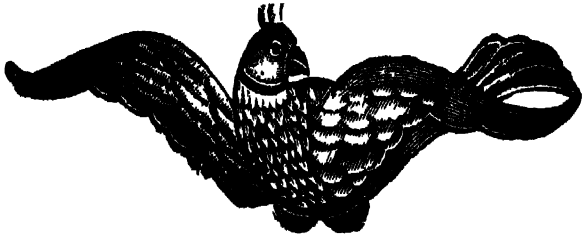

রঘু বড় গোবেচারা

রঘু বড় গোবেচারা,
বসে ছায় গোঁফে চাড়া,
কাজ নাই আর,
টুলে বসে ঢুলে পড়ে,
পাগড়ীটা ঝুলে পড়ে
মাথা থেকে তার।
বাড়ী তার কটকেতে ;
বাবুদের ফটকেতে
থাকে পাহাড়ায়,
পান খায় খিলিখিলি,
গান গায় নিরিবিলি
স্বদেশী ধারায়।

ছারপোকা রাশে রাশে
টুল্‌টার আশে পাশে
ঘোরে এন্তার,
মশাগুলো উড়ে উড়ে
কামড়ায় ঘুরে ঘুরে
চামড়ায় তার।
রঘু বড় গোবেচারা
বসে হায় গোঁফে চাড়া—
টুলের উপুর,
ঢুলে পড়ে থেকে থেকে,
জোরে নাক ডেকে ডেকে,
সারাটি দুপুর।
যত কর ডাকাডাকি,
চেঁচামেচি, হাঁকাহাঁকি,
সাড়া নাই তার,
কি করিবে ডেকে তারে,
কান দুটি একেবারে
কালা বেচারার।

মামারণ

মধুর কাছে বল্লে যদু
"আমার মামা মস্ত জোয়ান্,
দেশ জুড়ে তার যশ শোনা যায়,
কেউ বীর নাই তাঁহার সমান্।
সার্কাসেতে দুই হাতে সে
চারটি মোটর থামিয়ে রাখে,
দৃশ্য দেখে বিস্ময়েতে
তারিফ করে সবাই তাকে।
বিশ্বাস না হয় যদি তোর
দেখতে পারিস নিজের চোখে,
দেখবি কেমন বীরত্ব তার,
হাত্‌তালি দেয় সকল লোকে।"

যদুর কথায় বল্লে মধু
"তোর মামা তো যোয়ান ভারি,
আমার মামার খবর পেলে
চম্‌কে যাবে পেটের নাড়ি।
বাইরে থেকে দেখলে তারে,
বুঝবি নাকো কিছুই তাকে,
আমার মামা একটি হাতে
হাজার মোটর থামিয়ে রাখে।"
মধুর কথায় হাস্‌লো যদু,
বল্লে "সেরেফ ধাপ্পাবাজি,
দম্ দিয়েছিস্ গাঁজায় বুঝি!
গোল্ দেখি তোর মাথায় আজি।
ভাঁওতা মেরে মিথ্যে বলে',
কার কাছে তুই গল্প তুলিস?"
বল্লে মধু "আমার মামা,
কল্‌কাতাতে 'ট্র্যাফিক' পুলিশ;—
দুইটি হাতে চারটি মোটর
থামায় শুধু তোর সে মামায়,
আমার মামা একটি হাতে
চলতি হাজার মোটর থামায়।"

"সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি"
গান ধরে গাধানী,—
গাধা দেয় তাল্,
কাল সারা রজনী,
তোমরা তো বোঝোনি,
কি যে হোল হাল!
আছে ঐ ও পাড়া,
বাস করে ধোপারা,
তাদের তাড়ায়,
গাধানী ও গাধাতে
এলো গোল বাধাতে
মোদের পাড়ায়।

মোরা ছিনু ঘুমিয়ে,
বুঝবে কি তুমি হে—
এমন সময়,
রাস্তার নিকটে
কী আওয়াজ বিকট্-এ,
সহজ তো নয়!
মোরা··জাগি লাফিয়ে,
ভয়ে উঠি হাঁপিয়ে—
বুক ধড়্-ফড়,
কেঁপে ওঠে সারা গা,
নির্জ্জন পাড়া-গাঁ,
কাঁপে থর্-থর্।
কারণটি খুঁজিতে,
পারি ভাই বুঝিতে
সহজে এবার,
গাছতলে বসি কে?
কোন্ গীত-রসিকে
ধরে গান তার।
ওঠে চাঁদ আকাশে,
ফুর্ফুরে বাতাসে,
সারারাত কাল—
"সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি"
গান ধরে গাধানী,
গাধা দেয় তাল।

সিংগি মামা

মাছ

শিঙ্গি-মাছের বিঁধলো কাঁটা
সিংগি-মামার গলে,
তিড়িং তিড়িং লাফায় মামা
চিংড়ি-বিলের জলে।
কেশর ফুলায় লেজটি দুলায়
তেজটি আসে কমে,
গলার ব্যথা কম্‌ছে না ছাই,
বাড়ছে ক্রমে ক্রমে।
ওষুধ কোথায়, বদ্যি কোথায়,
সারা বনের মাঝে,
কে এসে আজ করবে সেবা
কাতর পশুরাজে।

বনের যত জন্তুগুলো
সিংগি মামায় দেখে,
প্রাণের ভয়ে সট্‌কে সবাই
পড়ছে একে একে।

হরিণ, বানর, নেকড়ে, চিতা,
হায়না যত আছে,
কেউ ঘেঁসে না বিপদকালে
সিংগি-মামার কাছে।

বিশ্বাস কেউ কর্‌ছে না তায়,
হায়রে কি আর করে;
সিংগি-মামা শিঙ্গি-কাঁটায়
ছট্‌ফটিয়ে মরে।

কেউ আসে না কাছেতে তার,
সবাই পালায় দূরে,
গলার ব্যথায় সিংগি-মামা
কান্না দিল জুড়ে।

মস্ত বড় আস্ত সে মাছ
তীক্ষ্ণ কাঁটায় ভরা,
গলায় গেছে আট্‌কিয়ে তার—
যায় না যে বের করা।

বিলের জলে মাছ ধরতে
বিপদ হোলো ভারি,
"আর খাব না শিঙ্গি, মাগুর"—
বল্‌ছে সে ডাক ছাড়ি'।

শিয়াল চলে পাঠশালাতে
নস্যি দিয়ে নাকে,
অনেকগুলো পড়ুয়াকে
পড়াতে হয় তাকে।
সিংগি-মামা ডাক্‌লে তারে
"ওহে শিয়াল-ভায়া,
পশুরাজের দুর্দ্দশাতে
হচ্ছে নাকি মায়া?"
সকল কথা শুনে শিয়াল
নিকটে তার এসে,
সিংগি-মামার নাকে দিল
নস্যি কিছু ঠেসে।
আর কোথা যায়, 'হ্যাচ্চো' করে
যেই ফেলেছে হেঁচে,
শিঙ্গি গেল ছট্‌কে দূরে,
সিংগি গেল বেঁচে।
শিয়াল চলে পাঠশালাতে
চিকিৎসা শেষ করে,
সিংগি আবার নামলো জলে
শিঙ্গি ধরার তরে।

মুখে আর মনে

এসো এসো কেশব-ভায়া আজকে সুপ্রভাত,
(সকালবেলা এলো ব্যাটা জ্বালাতে নির্ঘাত।)
তীর্থ থেকে ফিরলে তুমি ? ভালোই হোল বেশ ;
(না ফিরলেই ভালো হোত, সন্দেহ নাই লেশ।)
চেহারাটা দেখছি ভালোই, নাইকো কোনো খুঁৎ,
(ব্যাটা যেন শ্যাওড়া-গাছের স্কন্ধ-কাটা ভূত।)
যেমনি তুমি উদার মানুষ, তেমনি মহৎ প্রাণ,
(হতচ্ছাড়া বেজায় কৃপণ, নিতান্ত শয়তান।)
সকালবেলা তোমায় দেখে বেজায় খুশি আজ,
(এখন ব্যাটা উঠলে বাঁচি, আছে অনেক কাজ।)
দয়া করে' এলেই যখন, বসো তামাক খাই,
(এই সেরেছে, ওঠার যে আর নাম করে না ছাই।)
বাড়ীর খবর ভালোই বোধহয়, শান্তির সংসার,
(বাড়ীতো নয় চিড়িয়াখানা, ভর্ত্তি জানোয়ার।)

ছেলে তিনটি বড়ই ভালো, আদর্শ সন্তান,
(একটা গরু, একটা গাধা, একটা হনুমান।)
দিচ্ছ বুঝি মেয়ের বিয়ে? জামাইটি সুন্দর,
(হোঁৎকা-হাঁদা, মোট্‌কা-খাঁদা, বাস্‌ কী ভয়ঙ্কর।)
কী বল্লে, তোমার বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ।
(লোকটা নেহাৎ বাজে হলেও, কাজের বিলক্ষণ।)
যাবে, যাবে, সবাই যাবে, পুত্র-পরিবার,
(আর যাই হোক, কেশব ভায়া লোকটা চমৎকার।)

অনিতার ইতিহাস

আমাদের অনিতা সে হয়ে গেল 'এ্যানিটি'—
হেলে দুলে পথ চলে, হাতে ব্যাগ ভ্যানিটি।
ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলে আধো-আধো বুলিতে,
মুখে মাখে রং আর ভুরু আঁকে তুলিতে।
বব্-করা চুলগুলি ঝুলে থাকে ঘাড়ে যে,
কৃত্রিম সুরে কথা বলে বারে বারে যে।
'সাবাস্, সাবাস্,' বলি দেখে ঐ চেহারা,
ঘাব্ড়িয়ে যায় যত বাবুর্চি, বেহারা।
সেলাম জানায় তারা 'এ্যানিটিরে' সাদরে,
ধন্য জীবন তার, গর্ব্ব যে না-ধরে।
ঝক্ঝকে দামী শাড়ী সদা তার পরণে,
হিল্-তোলা জুতো চলে টেনে টেনে চরণে।

চলিতে চলিতে তার ব্যাগ্‌খানি খুলিয়া,
পাউডার মাখে ছোট আয়নাটি তুলিয়া।
গন্ধেতে ভুর্‌ ভুর্‌ রুমাল সে বাহারী,
সকল সময় দেখি হাতে থাকে তাহারি।
মেপে মেপে হাসে আর মেপে মেপে কাশে সে,
অতি-আধুনিকা হতে বড় ভালোবাসে সে।
দেমাকে সে চলে, নাহি ধার ধারে কিছুরই,
ইংরাজী-বাংলায় করে জগা-খিচুড়ী।
নাহি বুঝি, রং মেখে সং সাজে কেন সে?
ময়ূর-পেখম-ধরা দাঁড়কাক যেন সে।
একদিন সেজে-গুজে চলে পথে, সহসা
নামিল বাদল-ধারা, ঝম্‌ ঝম্‌ বরষা।
রং পাউডার ছিল মুখে আর ঠোঁটে যে,
বে-আদব ধারাজলে বে-মালুম ওঠে যে।
হায় হায়, আর কত করি বল ভণিতা,
ধুয়ে মুছে 'এ্যানিটি' যে হোলো ফের অনিতা।

হাতী সিং পালোয়ান

হাতী-সিং পালোয়ান
ভারি তার জাঁক,
ইয়া বড় টাক্ তার
ইয়া বড় নাক।

লাথি দিয়ে হাতী মারে
সোজা কথা নয়,
দুনিয়ায় কারুকে সে
করে নাকো ভয়।

মোটা মোটা রোটা খায়,
ডালে খায় হিং,
চার বেলা ডন্ ফেলে,
বীর হাতী-সিং।

একদিন হাতী-সিং
ঘুমায় যখন,
ছোট ইঁদুরের ছানা
হঠাৎ তখন,
টাকের উপরে নাচে
তিড়িং-তিড়িং,
ভয়ে আঁৎকিয়ে ওঠে
বীর হাতী-সিং।

হাতী-সিং পালোয়ান,
ভারি তার জাঁক্,
ইয়া বড় টাক্ তার
ইয়া বড় নাক্।

অসাধ্য কাজ

কর্ত্তাবাবু বেজায় রেগে বলেন ডেকে চাকরে,
'যখন-তখন অমন কেন তাকিয়ে থাকিস্ হাঁ করে' ?
বিদ্‌ঘুঁটে তোর মূর্ত্তিখানি দেখতে নারি দু'চোখে,
বাড়াবাড়ি করবি তবে তাড়িয়ে দেব ছুঁচোকে।
ব্যাটা যেন রাজপুত্তুর, বাদ্‌শাহী চাল্ বড় যে,
ইচ্ছামত কাজ করবি কেবল নিজের গরজে ?
শুয়ে বসে মাইনে খাবি, হতচ্ছাড়া বে-আড়া,
যেমনি স্বভাব, তেমনি ব্যাটার ভূতের মতন চেহারা।
গরুর গোয়াল নোংরা থাকে, হাত দিস্‌না ঝাড়ুতে,
সাত-সকালে উঠে কেন জল দিস্‌না গাড়ুতে ?
ছাদের উপর ফাট ধরেছে, পারিস্ না তা সারাতে ?
তোর মত ছাই হদ্দ কুঁড়ে, কে আছে এই পাড়াতে।
আগাছাতে ভর্ত্তি বাগান, পড়ছে নাকি নজরে ?
চটাং করে গালের উপর চড় লাগাব সজোরে।
তখন ব্যাটা বুঝবি মজা, ঠ্যালার নামটি বাবাজী,
কাজ করতে ইচ্ছা না হয়, সমুখ থেকে যা পাজি।
বাসন মাজা, কাপড় কাচা, একটু যাওয়া বাজারে,
দুইটিবেলা রান্না শুধু, তামাকটুকু সাজা রে।
এই কাজেতেই দিন কেটে যায় ? কেবল ফাঁকি চালাকি,
দিন-রাত্তির আড্ডা মারিস, শুনতে পাই না, কালা কি ?

হাজারো বার আজকে আমি বলেছিলাম দু'পরে ;
ডিম পেড়ে আন্, ঝুড়ির মাঝে আছে তাকের উপরে।
পাড়লি না ডিম লক্ষীছাড়া, শুন্‌লি না তা কিছুতে ;
বল্ ব্যাটা কি জবাব দিবি, তাকাস্ কেন নীচুতে ?
বল্ কেন ডিম পাড়লি নাকো, ছাড়ব নাকো এবারে,
খড়ম-পেটা করব ব্যাটা, রুখতে দেখি কে পারে ?'

কাঁচু-মাচু মুখটি করে বল্লে চাকর তারিণী,
—'সব করেছি এই জীবনে ডিম কখনো পাড়িনি।
আমিতো আর হাঁস-মুর্গীর মতন কোনো প্রাণী না,
মানুষ হয়ে কেমন করে ডিম পাড়ব জানি না।'

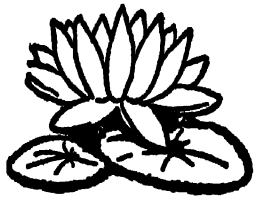

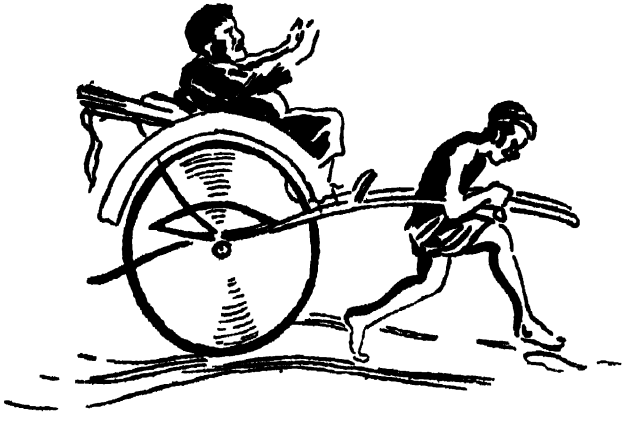

খাওয়ার জের

বিশাল-বপু ব্রজেশবাবু
বিরাট রকম কারবারী,
কল্‌কাতাতে হালফ্যাসানের
মস্ত বড় তাঁর বাড়ী।
হাতীর মত শরীরখানা
ওজন বোধ হয় মণ কুড়ি,
দেখলে পরে অবাক্ হবে,
বাস্‌রে কী ভীষণ ভুঁড়ি।
বেজায় পেটুক ব্রজেশবাবু
খেতেও পারেন রাক্ষুসে,
তোমরা যদি ইচ্ছা কর
দেখতে পারো চাক্ষুষ-এ।

দাস-দাসীতে ভর্ত্তি বাড়ী,
বাবুর্চ্চি আর খানসামা,
হুকুম মত খাদ্য জোগায়
নইলে বাধে হাঙ্গামা।

ক্ষীর ও পায়েস, দই-সন্দেশ
পোলাও, লুচি, রাবড়ী হে,
খাওয়ার বহর দেখলে তাঁহার
তোমরা যাবে ঘাব্‌ড়িয়ে।

আস্ত পাঁঠা শানায় নাকো
মস্ত তাঁহার ঐ লাশে,
হার মেনে যায় সুবিখ্যাত
'আধমনী সে কৈলাশে'।

কেবল খাওয়া, কেবল খাওয়া
আর কিছু না ধার ধারে,
খাবার হুকুম করতে তামিল
ব্যস্ত সবাই চারধারে।

একদিন এই ব্রজেশবাবু
বৈকালেতে সখ্ করে,—
রিক্‌সা করে' চলেন পথে,
আমরা করি লক্ষ্য রে।

ন্যাংড়া আমের একটি ঝোড়া
সাবাড় করেন রিক্‌সাতে,
হ্যাংলা শরীর রিক্‌সা-ওলা
চল্‌ছে ছুটে ঠিক্ সাথে।

ব্রজেশবাবু আম খেয়ে যান্,
চোক্‌লা ফেলেন রাস্তাতে,
আমের খোসা ছড়িয়ে পড়ে
পথের চারি-পাশটাতে।
সদ্যচোষা একটি খোসা
পায়ের তলে যেই পড়ে,
হ্যাংলা-চালক হুম্‌ড়ি খেয়ে
পিছ্‌লে পড়ে সেইত রে।
উল্টে গেল রিক্‌সাখানি,
ছট্‌কে পড়ে আমগুলি,
শূণ্যমাঝে ডিগ্‌বাজি খান্
পেটুক ব্রজেশ গাঙ্গুলী।
অনেক খেয়ে পেট ভরে নাই
এবার খাবি খান তিনি,
হাত-পা ভেঙে চ্যাংদোলাতে
হাসপাতালে যান তিনি।

দুই চতুরের গল্প

বিদ্যাচঞ্চু, তর্কচঞ্চু, একই গাঁয়ে বাড়ী,
পরস্পরের মধ্যে ছিল ভীষণ আড়াআড়ি।
সুযোগ পেলেই বিদ্যাচঞ্চু রটায় চারিধারে—
"তর্কচঞ্চু আসল গরু. আকাট একেবারে।"
তর্কচঞ্চু বলে বেড়ায় গাঁয়ের লোকের কাছে—
"বিদ্যাচঞ্চুর মত গাধা আর কি দুটি আছে!"
হঠাৎ হলে মুখোমুখি বাজার কিম্বা পথে,
পরস্পরে শ্রদ্ধা তখন জানায় বিধিমতে।
মুখে টেনে কাষ্ঠ-হাসি বিদ্যাচঞ্চু বলে—
"দাদার মতন এমন মানুষ হয় না ধরাতলে।"
তর্কচঞ্চু কপট হেসে মিষ্টি সুরে বলে—
"দাদার মত বিনয়ী লোক, নাইকো ভূমণ্ডলে।"

একদিন দুই চঞ্চু বুঝি ভুল্‌ল আড়াআড়ি,
দুজন মিলে তীর্থপানে চল্ল তাড়াতাড়ি।
পথের মাঝে দুপুর রোদে একটি কুটীর পেয়ে,
শ্রান্ত হয়ে দুই জনেতে উঠলো সেথা যেয়ে।
বাড়ীর মালিক নরু ঘোষাল লোকটি সরল অতি,
যথাযোগ্য আদর দেখায় অতিথিদের প্রতি।
বাড়ীর পাশে পুকুর ছিল টল্‌টলে জল ভরা
তর্কচঞ্চু স্নানের তরে সেথায় গেল ত্বরা।
তর্কচঞ্চুর পরিচয়টা জানতে চাহে নরু,
বিদ্যাচঞ্চু বল্লে হেসে "ওটা একটা গরু।"
বিদ্যাচঞ্চু পুকুরে যায় স্নানটি সারার তরে ;
আস্‌তে ফিরে তর্কচঞ্চু, নরু প্রশ্ন করে—
"আপনার ঐ সঙ্গীটি কে বল্‌তে পারেন দাদা ?"
তর্কচঞ্চু বল্লে, "আরে, ওটা একটা গাধা।"

স্নানের পরে দুই চঞ্চু বস্‌লো নরুর ঘরে,
ক্ষুধার জ্বালায় দুই বন্ধুর উদর চোঁ চোঁ করে।
দাওয়ার উপর নরু ঘোষাল আসন দিল পেতে,
দুই বন্ধু আনন্দেতে বসলো এবার খেতে।
নরু ঘোষাল তাড়াতাড়ি দুইটি থালা আনে,
অতিথিদের সাম্‌নে থালা রাখলো সে সাবধানে

একটি থালায় সাজানো ঘাস, একটি থালায় ভুসি ;
বল্লো নরু "করলে আহার বড়ই হব খুসি।
দুই বন্ধুর পরিচয়ে বুঝতে পারি সাদা,
এক বন্ধু গরু এবং এক বন্ধু গাধা।
দয়া করে আহার করুন, রৌদ্র হলো চড়া—"
ব্যাপার দেখে দুই চঞ্চুর চক্ষু ছানাবড়া।

চিড়িয়াখানায় যাবে ?

চিড়িয়াখানা দেখতে যাবে
পয়সা খরচ ক'রে ?
কেন, কেন, জন্তু বুঝি
দেখবে আমোদ ভরে।
জন্তু যদি দেখবে দাদা,
চুপটি করে' থাকো,
লোকালয়ের মধ্যে পাবে,
একটু নজর রাখো।
হেথায় আছে টাকার কুমীর,
আছে নীরেট গাধা,
পদ-লেহী কুকুর আছে,
খুঁজলে পাবে দাদা।

কেউটে আছে, ছোবল্ দিতে
সদাই তারা রত,
পাঁঠা, ছাগল, দামড়া, ম্যাড়া
দেখবে ইতস্ততঃ।
শেয়াল আছে, বানর আছে,
ভিজে-বেড়াল আছে,
বাস্ত-ঘুঘু, তপস্বী-বক্,
ঘুরছে কত কাছে।
দাঁড়-কাকেরই মিলবে দেখা
ময়ূর-পেখম ধরা,
লক্ষ কত পায়রা আছে
বিলাসিতায় ভরা।
আরো কত জন্তু আছে
বল্‌তে কি আর পারি?
স্বার্থে যদি আঘাত লাগে
জান্‌বে স্বরূপ তারি।
সবাই আছে মুখোস পরে'—
একটু নজর রাখো,
কষ্ট করে চিড়িয়াখানায়
যেতেই হবে নাকো।

—

আমার রেল-ভ্রমণ

কর্ম্মাটাঁড়ে যাচ্ছি আমি পূজার ছুটিতে,
রেলগাড়ীতে বাস্‌রে কী ভীড়, সেথায় উঠিতে—
হাঁপিয়ে পড়ি বেজায় রকম ভীড়ের ঠেলাতে,
ঘন্টা দিয়ে ছাড়ল গাড়ী সন্ধ্যাবেলাতে।
বাঙ্কে কিছু জায়গা দেখি অনেক খুজিয়া,
সটান্ গিয়ে উঠব ভাবি সুযোগ বুঝিয়া।
হোঁৎকা মোটা শেঠজী ছিল বেঞ্চে বসিয়া,
ভীড়ের ঠেলায় পাগড়ী তাহার পড়লো খসিয়া।
নীচু হয়ে যেই গেছে সে পাগড়ী ধরিতে,
তারই কাঁধে ভরটি দিয়ে উঠনু ত্বরিতে।

বাঙ্কে উঠে বস্‌তে যাব, হঠাৎ একি রে,
ধড়মড়িয়ে উঠলো কে ও? পাশেই দেখি রে-
চাদর ফেলে উঠলো ঠেলে মস্ত কাবুলী,
বুঝতে নারি চোখ পাকিয়ে বল্ল যা' বুলি।
অনেক করে আমার দশা বুঝাই তাহারে;
যতই বলি কিছুই ব্যাটা বুঝতে না পারে।

যা হোক্ শেষে ক্ষান্ত হয়ে বাঙ্কটি জুড়িয়া,
পড়লো শুয়ে লম্বা হযে চাদর মুড়িযা।
একটি পাশে বসে আমি হাঁফটি ছাড়ি যে,
মস্ত বড় কাট্‌লো ফাঁড়া বুঝতে পারি যে।

কত রকম লোক রয়েছে গাড়ীর ভিতরে,
গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি ভদ্র-ইতরে।
সঙ্গে আছে গাঁট্‌রি, তোড়ং, বোঁচকা, তা'ছাড়া
আরো কত জিনিষ নিয়ে চল্‌ছে বাছারা।
আমার নীচে বসেছিল একটি উড়িয়া,
তারই পাশে শেঠজী বসে বেঞ্চি জুড়িয়া।
ভীষণ রকম নাক ডাকে সে মুখটি হাঁ করে',
নীচে বসে ছিলিম টানে তারই চাকরে।

আমার সাথে নস্য ছিল বেদম কড়া যে—
রেখেছিলাম পাশেই সেটা কৌটা ভরা যে।
গাড়ীর দোলায় কখন খুলে পড়লো ঝরিয়া,
শেঠজী ঘুমায়, ঢুকল নাকে কেমন করিয়া।
আর কোথা যায়, হ্যাচ্চো করে হাঁচতে সজোরে,
চম্‌কে ওঠে গাড়ীর সবাই ; পড়লো নজরে—
চাকর ব্যাটা ছিলিম টানে আপন খেয়ালে,
চম্‌কে উঠে ঠুকলো মাথা গাড়ীর দেয়ালে।

উল্টে গেল কল্‌কেটা তার, আগুন ছড়ায়ে
পাশের লোকের দাড়ির উপর পড়লো গড়ায়ে।
হট্টগোলে উঠলো ক্রমে ঘরটি ভরিয়া,
বাঙ্কে বসে দেখছি আমি চুপটি করিয়া।

ট্রেণ চলেছে আপন তালে, থামছে ষ্টেশনে,
কত ষ্টেশন পার হয়ে যায়, রাখছে কে মনে?
রাত্রি হোলো, যাত্রী যত ঝিমায় এবারে,
এমনি ভাবে সারাটা রাত জাগ্‌তে কে পারে?
কেউ দাঁড়িয়ে ঢুল্‌ছে, কেহ ঝিমায় বসিয়া,
কেউ বা ঝুঁকে অঘোরে ঘুম দিচ্ছে কসিয়া।
একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে ঘাড়টি গুঁজিয়া,
হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়ি চক্ষু বুজিয়া।
ঘুমটি আমার ভাঙ্‌লো যখন ঠিক দু' পহরে,
তাকিয়ে দেখি ট্রেণ থেমেছে পাটনা শহরে।
দু'শো মাইল এগিয়ে গেলাম ঘুমের ঝোঁকে যে,
কাকে আমি দুঃখ জানাই, হাস্‌বে লোকে যে!

কোটাল বাবুর কন্যাদায়

কোটালপুরের পটলবাবু ভালোমানুষ বড়,
হঠাৎ হোলো বিপদ গুরুতর।
মেয়ের বিয়ে, কথা ছিল বরযাত্রী আস্‌বে জনা ষোলো,
হায়রে তবে একী ব্যাপার হোলো!
সত্তরজন বরযাত্রী হল্লা করে' উঠ্‌ল এসে পটলবাবুর বাড়ী,
বিপদ হোলো ভারী।
পটল বাবু ভয়ের চোটে পটল তোলেন বুঝি,
উপায় কিছু পান্ না তিনি খুজি'।
গরীব মানুষ নেহাৎ তিনি, থাকেন গাঁয়ের দেশে,
অনেক করে' মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন শেষে।
জনা কুড়ির ব্যবস্থাটা করেছিলেন পাকা,
নাইকো বেশী টাকা।

কোনো রকম জোগাড় ক'রে শাঁখা সিঁদুর দিয়ে,
ইচ্ছা ছিল দেবেন মেয়ের বিয়ে ;
সেই রকমই হয়েছিল রফা,
ষোলর স্থানে সত্তরজন হাজির হোলো বরযাত্রা,
সারলো বুঝি দফা !
ভাগ্নে হরু বল্লে "মামা, ব্যস্ত হয়ে নাকো,
তুমি শুধু চুপ্‌টি করে' থাকো।
বিয়ের ব্যাপার চল্‌তে থাকুক, আমি এদিক্‌টাতে ;
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা নিচ্ছি নিজের হাতে।
চিন্তা তুমি ছাড়ো,
তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যাপার সারো।"

এদিকেতে বস্‌লো খেতে বরযাত্রী দলে,
আসর জুড়ে হল্লা-হাসি চলে।
রোগা-মোটা, লম্বা-বেঁটে, গুঁপো-টেকো-খাঁদা,
কেউবা ফাজিল, কেউবা বাচাল, কেউবা নীরেট হাঁদা,
হরেক রকম বরযাত্রী বস্‌লো সারি সারি।
পড়লো পাতে লুচি ও তরকারি।
কুড়ি জনের জন্যে যাহা লুচি-পোলাও তৈরি ছিল ঘরে
সবার পাতে কিছু কিছু দেওয়া হোলো ভাগাভাগি করে।
ফুরিয়ে যখন এসেছে তা—এমন সময় হরু—
গোয়াল থেকে ছেড়ে দিল সভার মাঝে সবার চেয়ে
দুরন্ত এক গরু।
লেজ উঁচিয়ে, শিং বাগিয়ে আস্‌লো গরু তেড়ে ;
"ও বাবারে, ফেল্লে বুঝি মেরে !—"

খাওয়া ফেলে সবাই পালায় গরুর গুঁতোয় অক্কা পাবে পাছে,
হরু তখন চেঁচিয়ে বলে "বসুন, বসুন,
দই-সন্দেশ আছে।"
শুন্‌বে কে আর হরুর কথা, গরুর তাড়া খেয়ে—
একেবারে উঠ্‌ল সবাই ইষ্টিশানে যেয়ে।
এদিকেতে হয়ে গেল মেয়ের বিয়ে শুভ-লগ্ন দেখে ;—
কোটালপুরের পটলবাবু বেঁচে গেলেন কন্যাদায়ের থেকে।
হাস্‌তে হাস্‌তে হরু—
গোয়াল ঘরে আট্‌কালো ফের দুরন্ত সেই গরু।

জমিদারের বাঘ-শিকার

জমিদারবাবু নৌকা ভাসান্ নদীতে ;
সুন্দর বনে চলেন ব্যাঘ্র বধিতে।
নায়েব এবং মোসায়েবগণ সদলে,
সাথে চলে তাঁর, লোক-লস্কর সকলে।
লাঠি বল্লম, বর্শা ও টাঙি যা' ছিল,
আর যত কিছু হাতিয়ার ঘরে আছিল—
সব নিয়ে চলে ব্যাঘ্র শিকার করিতে ;
জমিদারবাবু জাঁকিয়ে বসেন তরীতে।
বন্দুক আর পিস্তল তাঁর দু হাতে
গরমাগরম্ গুলী ভরা আছে উহাতে।
নিজ হাতে আজ শিকার করিবে বাঘেরে,
ভাব্‌তেও মনে কত আনন্দ জাগে রে!

যেখানেই থাক্ সাম্‌নে কিম্বা পিছুতে,
বাঘ-বাবাজীর রক্ষা নাহিকো কিছুতে।
জমিদারবাবু এ কথা জানান্ আভাসে,
উৎসাহ পান্ 'বাহবা' এবং 'সাবাসে।'
মোসাহেব দল খোসামোদ করে তাঁহারে,
জমিদারবাবু হেসে ঢলে পড়ে আহা রে।

সন্ধ্যা নেমেছে শান্ত নদীর দু' তীরে,
আকাশের পটে ক্রমে ক্রমে ওঠে ফুটিরে—
জ্বল্ জ্বল্ করা লক্ষ তারার হীরা যে,
সমুখে গভীর 'সুন্দর বন' বিরাজে।
নদী তীরে এক ছোট গ্রাম আছে যেখানে,
জমিদারবাবু নৌকা ভিড়ান্ সেখানে।
খস্ খস্ ধ্বনি হঠাৎ শুনিয়া ওপারে,
জমিদারবাবু সোল্লাসে কন তোফা রে,—
ওই এলো বাঘ, আওয়াজটা তার চিনা রে,
ওই জ্বলে চোখ কালো-ঝোপটার কিনারে।"
এই বলে বাবু বন্দুক তুলে দাগিয়া
'দুম্' করে দুটো গুলী ছুঁড়ে দিল রাগিয়া।
ঘায়েল হয়েছে বাঘটা এবার পলকে,
এমন ব্যাপারে সন্দেহ করে বলো কে ?
ভোরবেলা সবে ডাঙায় আসিয়া দাঁড়ালো,
বাঘ নাহি পায়, মরা বাঘ কোথায় হারালো ?

হঠাৎ বলিল, নৌকার মাঝি পীর্ আলী,
"আরে আরে হেথা মরে' আছে এক বিড়ালী।"
ঝোপের আড়ালে বিড়ালী রয়েছে মরিয়া,
গুলী দুটো তার গেছে দেহ ভেদ করিয়া।
বাঘের বদলে বিড়াল মরেছে তবে কি ?
জমিদার হাতে এ রকম ভুল হবে কি ?
ব্যাপার দেখিয়া জমিদার বলে হাসি' রে—
"বাঘ না মেরেছি, মেরেছি বাঘের মাসীরে।"
"ওটা একই কথা" মোসাহেব দল বলিল,
আবার সকলে নৌকা ভাসায়ে চলিল।

আচ্ছা মজার খেলা

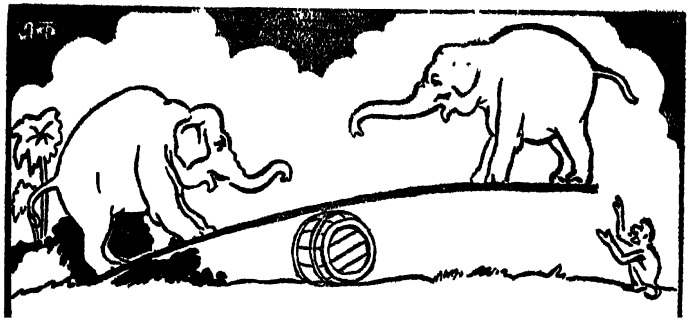

পিপের উপর শক্ত কাঠের তক্তা পেতে,
হাতীর ছানা খেলার নেশায় উঠলো মেতে ;
দু' দিক থেকে দুজন এলো শুঁড় উঁচিয়ে,
তক্তাটাতে উঠ্‌লো এসে লম্ফ দিয়ে।

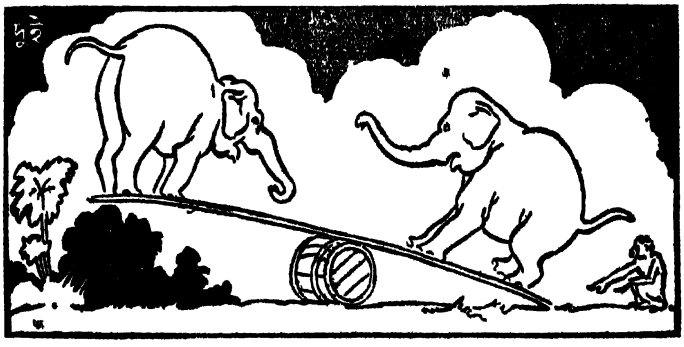

মর্কট এক আস্‌লো সেথায় বনের থেকে,
বসলো এসে একটি পাশে তাদের দেখে ;
উৎসাহ দেয়—"সাবাস্‌, সাবাস্‌, ও ভাই হাতী,
এগিয়ে চলো, পরস্পরে লাগাও লাথি।"

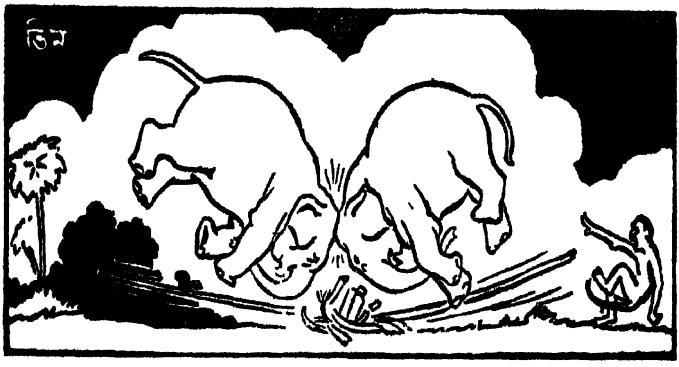

বুদ্ধি ভোঁজা হাতীর ছানা হরষ ভরে—
লাফিয়ে আসে করতে কাবু পরস্পরে ;
মটাৎ ক'রে হঠাৎ ভাঙে তক্তাখানা,
হুড়মুড়িয়ে ডিগ্‌বাজি খায় হাতীর ছানা

প্যালাক্ষ্যালার গল্প

ছিপ্ ছিপে প্যালারাম ছিপ্ হাতে চলে,
মাছ আছে রায়েদের পুকুরের জলে,—
পেয়েছে খবর তাই, উল্লাস ভারি,
ছিপ্ হাতে প্যালারাম চলে তাড়াতাড়ি।

প্যালারাম ইয়া রোগা, লিক্‌পিকে দেহ,
এমন চেহারা আর দেখে নাই কেহ।
সুপুরির মত মাথা, সরু তার গলা,
পাঁজরাতে ক'টা হাড় গুণে যায় বলা।

চেহারাটা তাল-ঢ্যাঙা, ঠ্যাং দুটো বাঁকা,
যাই হোক, মুখখানা হাসি-খুসি মাখা।
মাছ ধরা সখ্ তার, ঝোঁক তার বড়,
ছেলেবেলা থেকে প্যালা এই কাজে দড়।

রায়েদের পুকুরেতে মাছ ধরা মানা,
প্যালারাম নন্দীর আছে সেটা জানা।
তাইতো সে চুপে চুপে উঠে শেষ রাতে,
চলেছে পুকুর পারে ছিপ্ নিয়ে হাতে।

ঝল্‌মলে জ্যোৎস্নায় হাসি পড়ে ফেটে,
সবাই ঘুমিয়ে আছে ঘরে দ্বার এঁটে।

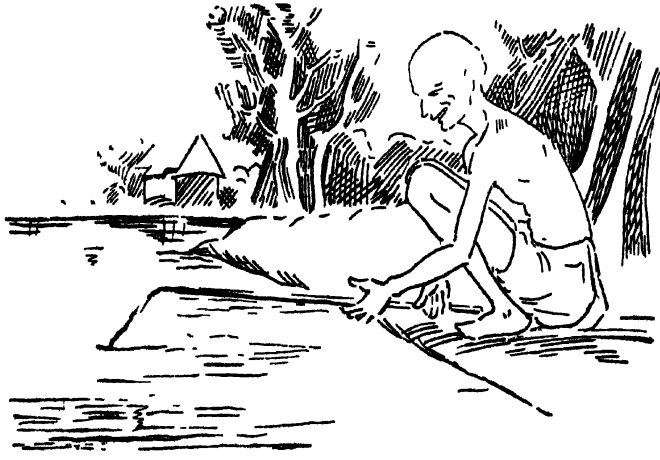

এমন সুযোগ কভু যায় নাকো ছাড়া,
প্যালারাম পথ চলে গোঁফে দিয়ে চাড়া

ঝাঁকড়া আমের গাছ পুকুরের তীরে,
তার নীচে বসে প্যালা টোপ্ ফেলে ধীরে
জ্যোৎস্নায় মাছ ধরা অভ্যাস আছে,
এই সব কাজ অতি সোজা তার কাছে।

ও পাড়ার ফ্যালারাম জাঁদ্‌রেল ভুঁড়ি,
শেষ রাতে গাছে উঠে আম করে চুরি।
রায়েদের আমগাছ পুকুরের কাছে ;
থোপা থোপা পাকা আম রসে ভরে' আছে।

ফ্যালারাম গড়গড়ি বেঁটে আর মোটা,
ডালে বসে পাকা আম খায় গোটা গোটা ;
নীচে প্যালা মাছ ধরে, ফ্যালা গাছে থাকে,
আড়-চোখে প্যালারাম দেখে নিল তাকে।

রায়েদের দারোয়ান রঘুরাম দোবে,
পেল্লাই টিকি এক মাথে তার শোভে।
মস্ত সে পালোযান কুস্তি সে লড়ে,
বহুদিন হতে আছে রাযেদের ঘরে।

মোটা মোটা রোটা আর পরোটা সে সেঁটে,
হজমের দোষ হোলো আজ তার পেটে।
লোটা নিয়ে ছোটাছুটি সারারাত করে,
পুকুরের ধারে এসে পড়িল নজরে।—

আব্‌ছায়া মত ঐ কাহার চেহারা ?
চোরে বুঝি মাছ ধরে ? রঘু দিল তাড়া।

তাড়া খেয়ে প্যালারাম ছিপ্ ফেলে ওঠে,
রঘুরাম এক ছুটে তার কাছে জোটে।
বলে "আরে কে হে তুমি?" ধরে তায় চেপে,
হাতে-নাতে চোর ধরে রঘু ওঠে ক্ষেপে।

তেড়ে ফুঁড়ে বলে রঘু "ওরে ছুঁচো, পাজি,
তোর সাথে কে কে আছে, বল্ মোরে আজি।"
কাচু-মাচু মুখে প্যালা বলে তার কাছে—
"আমি আছি নীচে, আর দাদা আছে গাছে।"

এই কথা যেই শোনা ফ্যালা একেবারে,
হুড়্মুড়্ করে পড়ে দোবেজীর ঘাড়ে।
হঠাৎ কি হোলো বাবা, রঘু কাঁপে ডরে,
চম্পট দিল চোঁ-চাঁ চিৎকার করে।

"খুব বেঁচে গেছি আজ" ফ্যালা বলে হেসে,
"পড়েছিনু ধরা আজ আম খেতে এসে।"
প্যালা বলে "ব্যাটা রঘু দিয়েছিল তাড়া,
তুমি ছিলে তাই আজ কেটে গেল ফাঁড়া।"

ফ্যালা দিল প্যালারামে আম পাকা-পাকা,
প্যালা দিল ফ্যালারামে মাছ এক ঝাঁকা।
তারপরে দুই জনে গলাগলি করে'
খুশি হয়ে চলে গেল নিজ নিজ ঘরে।

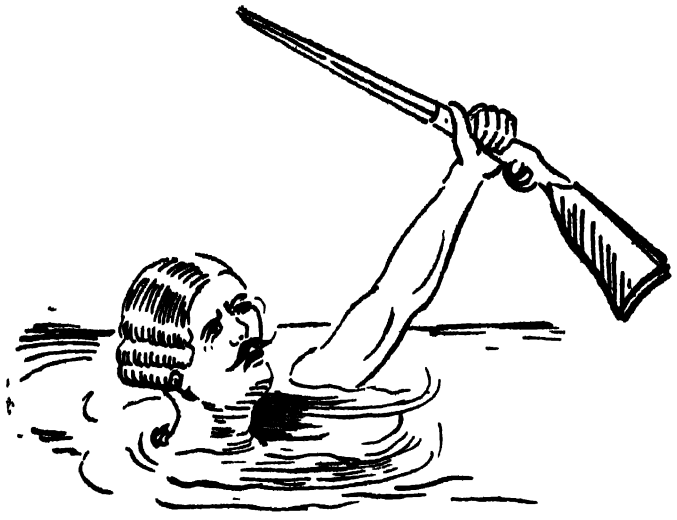

বাঘ-মারা মামা

আশে-পাশে জঙ্গলে বাঘগুলো তাড়াতে—
বাঘ-মারা মামা এলো আমাদের পাড়াতে।
জঙ্গুলে গ্রাম কিনা ? বাঘগুলো ঝানু সে,
কিছু ভয় ডর নাহি করে কোনো মানুষে।
করে তারা উৎপাত, নাহি পারি এড়াতে ;
সন্ধ্যার পরে কেহ নাহি পারে বেড়াতে।
গরু খায়, ছাগ খায়, ডাকে কত রকমে,
মানুষে ঘায়েল করে আঘাতে ও জখমে।
ভাঁটাপানা চোখ দিয়ে আলো পড়ে ঠিকরি'।
মোরা থাকি ভয়ে ভয়ে, হায় আর কি করি!
শহরের শিকারীরা যারা হেথা ভিড়েছে,
হত ও আহত হয়ে শহরেতে ফিরেছে।
হায় হায় মান্ যায়, প্রাণ যায় তবুও,
এমন শিকার কেউ দেখে নাই কভুও।

এইবার এলো মামা বন্দুক বাগিয়ে,
দুম্-দাম আওয়াজেতে গ্রামখানি জাগিয়ে।
বাঘ-মারা মামা সে তো শিকারী যে পাকা রে,
সাথে এলো রামদীন্ জাঁদরেল আকারে।

দুইজনে গ্রামে এসে সারাদিন ভরিয়া—
কতই মহড়া দিল বন্দুক ধরিয়া।
কভু শুয়ে, কভু বসে, কভু সোজা দাঁড়িয়ে,
হেঁট হয়ে হাঁটু গেড়ে, নলখানা বাড়িয়ে—
দুম্ করে' ছুঁড়ে দিল গুলী কিছু ফাঁকা সে,
ঝাঁকা ঝাঁকা ফাঁকা গুলী ছুটে যায় আকাশে
সাবাস্, সাবাস্ মামা, ভয় নেই এবারে,
দেখাতে এমন তাগ আর বলো কে পারে?

হাঁফ্ ছাড়ে গ্রামবাসী, উল্লাস জাগে রে,
আজ মামা নির্ম্মূল করে যাবে বাঘে রে।
দুইজনে সারাদিন মহড়ায় কাটালো—
সন্ধ্যায় সকলেরে ঘরে ঘরে পাঠালো।
তারপরে দুইজনে মালকোঁচা আঁটিয়া,
বন্দুক কাঁধে করে' চলে গেল হাঁটিয়া।

কোথা গেল মামা আর সাগরেদ দুটি রে,
সারারাত ফিরলো না আমাদের কুটীরে।
হৈ হৈ পড়ে গেল চারিধারে সকালে,
বাঘের পেটেতে বুঝি গেল তারা অকালে।
ভোরবেলা গিয়ে দেখি রায়েদের পুকুরে,
গলাজলে ডুবে মামা কাঁদে খালি ডুকুরে।
কেঁদে কেঁদে বলে মামা, "এসেছি এ কি বনে?
এমন বাঘের ডাক শুনি নাই জীবনে।

চিতা ও নেকড়ে বাঘ কক্ষণো এরা না,
সাদা-সিধা বাঘেদের এটা কভু ডেরা না।
বাপ্ রে, ভুতুড়ে বাঘ, ডাক্ শুনে বুঝেছি,
বাঁচবার তরে কত আশ্রয় খুঁজেছি;
কাছাকাছি কিছু নেই, তাই রাত দুপুরে
সটান্ নেমেছি এই কন্‌কনে পুকুরে।"

সাগরেদ গেল কোথা? বাঘে নিলো তারে কি?
বেমালুম লোপ পেলো রামদীন্ পাঁড়ে কি?
সহসা আওয়াজ শুনি, "দফা মোর সারুছি,
গাছের উপরে হামি, নামুতে না পারুছি।"

ধর্ম্মতলায় অধর্ম্ম

ধর্ম্মতলায় চায়ের দোকান অনেক পুরাতন,
ভালো খাবার সেথায় মেলে, জানে সকলজন।
হরেক রকম লোক আসে যায়, আসে নানান্ জাত্,
খরিদ্দারের ভীড় জমে যায় সকাল থেকে রাত।

চপ্, কাট্‌লেট, পুডিং, কারী, মাখন-রুটি আর
চায়ের সাথে খাচ্ছে বসে নানান্ খরিদ্দার।
গল্প-গুজোব, ঠাট্টা হাসি, চলছে সারাক্ষণ,
দোকানদারের বাড়ছে পুঁজি, বেজায় খুসি মন।

একদিন ঠিক বিকেলবেলা ধরে ছেলের হাত,
ঝড়ের মতন একটি বাবু ঢুক্‌লো অকস্মাৎ।
এসেই বলে দোকানদারে "ভালো খাবার চাই,
চপ্‌, কাট্‌লেট, গরমাগরম শীঘ্র আনুন তাই।
পুডিং যদি টাট্‌কা থাকে আনুন তা' সত্বর—"
চেয়ার টেনে বসলো দুজন প্রফুল্ল অন্তর।
আন্‌ছে খাবার, করছে সাবাড়, আসছে আবার ফের,—
দুইজনেতে পেট্‌টি পুরে ফেল্ল খেয়ে ঢের।
খেয়ে দেয়ে ছেলেটিরে বসিয়ে চেয়ারটায়,
চুরুট কেনার তরে বাবু বাইরে চলে যায়।
সেই যে বাবু বিদায় নিলো ফেরার নাহি নাম,
খোকা বসে মাংসের হাড় চিবায় অবিরাম।

খাওয়ার পালা শেষ হলে তার বল্লে দোকানদার—
"খোকা তোমার বাবা কোথায়? ফেরেন্‌ না যে আর!"
অবাক্‌ হয়ে বল্লে খোকা—"বাবা তো ও নয়,
নাম জানি না, ধাম জানি না, নাইকো পরিচয়।"
দোকানী কয় "ভাব্‌ছ বুঝি নাইকো আমার চোখ,
হাতটি তোমার ধরে হেথায় এলেন ভদ্রলোক।
নিজের চোখে দেখেছি তা, করছ অস্বীকার,
খেয়ে তিনি কোথায় গেলেন বলো ত' এইবার।"
কাঁদো-কাঁদো হয়ে খোকা দোকানদারে কয়,—
"সত্যি কথা, ওর সাথে মোর নাইকো পরিচয়!

বসেছিলাম চুপটি করে বাড়ীর বারান্দায়,
লোকটি এসে বল্লে, 'খোকা, খাবার খাবি আয়।'
খাবার লোভে চলে এলাম, জানি না নাম-ধাম,
এতগুলি খাবার খেলাম, কে দেবে তার দাম ?
এতক্ষণে বুঝতে পারি লোকটা ধড়িবাজ,
আমায় হেথা জামিন্ রেখে সট্‌কে পড়ে আজ।"

ঘাবড়ে গিয়ে চাপ্‌ড়ে কপাল দোকানদারে কয়-
"ধর্ম্মতলায় দেখছি এ যে অধর্ম্মেরই জয়।"

সব পেয়েছির দেশে

গল্প না ভাই, কল্পনা নয়,
স্বপন্-বুড়ো এসে—
আমায় নিয়ে উধাও হোলো
সব পেয়েছির দেশে।

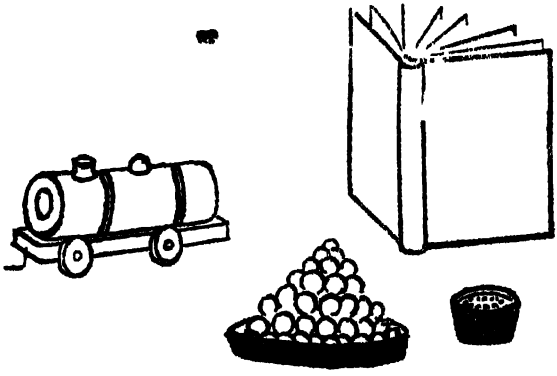

স্বপন্-বুড়োর লম্বা দাড়ি,
পোষাকটি তার রং-বাহারী,
আমায় নিয়ে দিচ্ছে পাড়ি
হাল্‌কা-হাওয়ায় ভেসে ;
সব-পেয়েছির দেশে রে ভাই,
সব পেয়েছির দেশে।

স্বপন-বুড়ো, রসিক-চূড়ো,
নিদ্-মহলের রাজা,
থুর্‌থুরে তার শরীর বটে,
মন্‌টি আজো তাজা ;

বিরাট হাসির অট্টরোলে
জমায় আসর হট্টগোলে,—
মাতিয়ে তোলে শিশুর দলে
অসীম ভালোবেসে,
সব-পেয়েছির দেশে রে ভাই,
সব-পেয়েছির দেশে।

স্বপন-বুড়োর মগজ ভরা
আজব রকম নেশা,
স্বভাবটি তার সবার সনে
অবাধ মেলামেশা।

না জানি কোন্ মন্তরেতে
প্রবেশ করে অন্তরেতে,
মনের গহন অন্দরেতে
যায় সে গোপন-বেশে,
সব-পেয়েছির দেশে রে ভাই,
সব-পেয়েছির দেশে।

নিশুত্ রাতে অঘোর যখন
ঘুমায় খোকা-খুকি,
তখন তাদের মনের মাঝে
দেয় সে উঁকি ঝুঁকি ;

হাতছানিতে মন-গোপনে,
ডাক দিয়ে যায় সঙ্গোপনে,
চল্ চলে যাই তাহার সনে
মধুর হাসি হেসে,
সব-পেয়েছির দেশে রে ভাই,
সব-পেয়েছির দেশে।

সব-পেয়েছির দেশে চলো
সকল ছেলে-মেয়ে,
উঠ্‌ব মেতে সবাই সেথায়
সকল জিনিষ পেয়ে ;
সেথায় হাসির ঝর্ণা হাসে,
আমোদ খুসির বন্যা আসে,
সবার মনের দুঃখ নাশে
মিষ্টি সুরের রেশে।
সব-পেয়েছির দেশে রে ভাই,
সব-পেয়েছির দেশে।

বাংলা দেশের কিশোর-শিশু
তোমরা যারা আছো,
নাচার মত নাচো তারা,
বাঁচার মত বাঁচো।
আধ-মরা আর ঘুণ-ধরারা,
বুড়োর কথা শুনবে যারা,—
সত্যিকারের মানুষ তারা
হবেই অবশেষে—
সব পেয়েছির দেশে রে ভাই,
সব পেয়েছির দেশে।

গুপীর মামার টুপী

ঝাঁক্‌ড়া-চুলো গুপীর মামা
মস্ত যাদুকর,
মোদের পাড়ায় হাজির হোলো
অনেক দিনের পর

হাত-সাফায়ের ওস্তাদিতে
তার জুড়ি কেউ নেই,
খবর পেয়ে পড়লো সাড়া
পাড়ায় এলো যেই।

গুপীর বাড়ী জম্‌লো আসর
সন্ধ্যা বেলা কাল,
পাড়া ভেঙে জুট্‌লো সবাই,
জুট্‌লো ছেলের পাল।

বুড়ো এলো, যুবক এলো,
এলো মেয়ের দল,
ভর্ত্তি হয়ে গেল শেষে
প্রকাণ্ড এক হল্।

খেলা যখন সুরু হোলো,
লাগ্‌লো মোদের তাক্,
রাম-ভুতুড়ে কাণ্ড দেখে
সবাই হতবাক্।

মঞ্চে উঠে গুপীর মামা
বিদ্যা দেখায় তার,
শাদা রুমাল একটি ফুঁয়ে
হোলো গোলাপ ঝাড়।

ঢাক্‌না দিয়ে রাখা হোলো
একটি খালি প্লেট্।
ঢাক্‌না খুলে মুঠো মুঠো
বেরুলো চক্‌লেট্।

পকেট থেকে পায়রা বেরোয়,
নাকের থেকে তাস,
শূন্য থলের ভিতর থেকে
বেরিয়ে এলো হাঁস।

ফলের থেকে বল বেরুলো,
বলের থেকে ফল,
শূন্য থেকে রূপার টাকা
বেরোয় অনর্গল।

কালো রংয়ের যাদুর টুপী
সাম্‌নে সবাকার,
ভর্ত্তি হোলো রূপার টাকায়,
সন্দেহ নাই আর।

বল্লে হেঁকে গুপীর মামা
"ভদ্র মহোদয়,
আমার খেলা যাদুর খেলা,
তুচ্ছ কভু নয়।

হাত-সাফায়ের খেলায় আমায়
হারাবে যেই জন,
পঁচিশ-টাকা নগদ তারে
করিব অর্পণ।"

গুপীর মামার আজব খেলা
বড়ই চটক্‌দার,
হাত-সাফায়ে হারায় তারে
সাধ্য আছে কার ?

খেলার শেষে ছেলের দলে
করলো গিয়ে ভীড়,
জিনিষ গোছায় গুপীর মামা
একান্ত গম্ভীর ;

হঠাৎ দেখে টাকা ভরা
টুপীটা নেই তার,
খোঁজা-খুঁজি করে শেষে
মান্‌তে হোলো হার।

কোথায় গেল যাদুর টুপী,
বড়ই যে তাজ্জব,
গুপীর মামার টুপী কোথায় ?
খুজ্‌ছি মোরা সব।

অনেক খুঁজে হদ্দ হয়ে
গুপার মামা কয়,
"হাত-সাফায়ে সত্যি এবার
মান্‌ছি পরাজয়।

যে নিয়েছে টুপা আমার
ফেরৎ এবার দিক্,
পুরস্কারের পঁচিশ টাকা
আমার থেকে নিক্।”

এগিয়ে এলো গুপী তখন
হাতে টুপী তার,
মামার কাছে পঁচিশ টাকা
মিল্‌ল পুরস্কার।

সেই টাকাতে করছি মোরা
ভোজের আয়োজন,
তোমাদেরও সেই আসরে
করছি নিমন্ত্রণ।

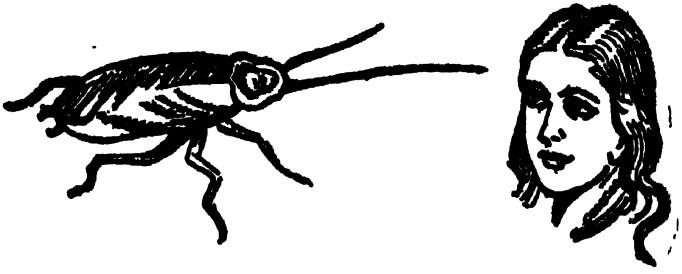

সান্ত্বনা যে শান্ত না

পাড়ায় ছিল একটি মেয়ে
নাম ছিল তার 'সান্ত্বনা',
অনেক রকম গুণ ছিল তার,
কিন্তু মোটেই শান্ত না।

ছোট্ট মেয়ে বয়স কি আর,
পাঁচ অথবা ছয় বটে,
আট্‌পিঠে খুব সান্ত্বনা সে,
জান্‌তো না সে ভয় মোটে

স্বভাব ছিল ছট্‌ফটে তার,
সকল কাজেই চট্‌পটে ;
দুষ্টুমিতে মগজ-ভরা,
বুদ্ধিটাও নটখটে।

ছেলের দলেও মান্‌তো যে হার,
হোক্ না যত হারপাজী,
ছোট্ট মেয়ের গুণের কাছে,
খাট্‌ত না আর কারসাজি

সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে যখন
ঝগড়া হোত কক্ষণো,
কেউ দেখেনি একটি দিনও
পিছ্-পা হবার লক্ষণও।

ভেংচি কেটে, খাম্‌চি দিয়ে,
কিম্বা তেড়ে আঁচড়িয়ে,
সকল সময় জয় হোত তার,
ঘেঁষ্‌ত না কেউ কাছ দিয়ে

ছুটোছুটির পাল্লা দিতে
পল্লীতে কেউ পারত না,
গ্রাহ্য কিছুই করত না সে,
ধার কারুরি ধারত না।

'সান্ত্বনা' সে শান্ত না ভাই,
ক্ষান্ত মণির বোন্-ঝি সে,
ছেলের মত থাকত সেজে,
পরতো গায়ে গঞ্জি সে।

মাল্‌কোঁচা সে পরতো এঁটে
ঠিক্ ছেলেদের ভঙ্গিতে,
চড়ত গাছে তর্‌তরিয়ে,
পারত না যা সঙ্গী তে।

ঝাঁপাই জুড়ে অনেক দূরে
সাঁতরে যেত পদ্মাতে,
সমান ছিল ওস্তাদি তার
গাঁট্টা এবং রদ্দাতে।

করত না ভয় ভূত-পেরেতে,
নেকড়ে-শেয়াল-হায়নারে,
চোর-ডাকাতের পাল্লাতেও
কক্ষণো ভয় পায় না রে।

সাম্‌নে যদি পড়তো কভু
সাপ কিম্বা বিচ্ছুতে,
একটি দিনের তরেও সে তো
ভয় পায় নাই কিচ্ছুতে।

হঠাৎ সেদিন মজার ব্যাপার
ঘট্‌লো যা কেউ জান্‌ত না,
বল্‌ছি খুলে কেমন করে
জব্দ হোলো সান্ত্বনা।

দাওয়ায় বসে সান্ত্বনা সে,
ঝাল ছোলা খায় এক বাটি,
বিকট রকম হল্লা করে'
আঁৎকে ওঠে একলাটি।

দৌড়ে এসে সবাই দেখে,
ছড়িয়ে আছে ঝাল্-ছোলা,
ঘুর্-ঘুরিয়ে ঘুর্‌ছে পাশে
লিক্‌পিকে এক আরসোলা

সাম্‌নে এসে সর্ব্বনেশে
আরসোলা সে শুঁড় নাড়ে,
'সান্ত্বনা' তার মূর্ত্তি দেখে
ভয়েই গেছে মূর্চ্ছা রে।

সমাপ্ত